আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুরে বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, বিএনপি-জামায়াতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে সৈচ্চার হতে হবে। তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। বিএনপি পুলিশ, সাংবাদিক ও আনসার মারা রাজনীতি করছে। দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, দেশকে পিছিয়ে ফেলার লক্ষ্যে তারা আগুন সন্ত্রাসী করছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো আদর্শের পথেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আপনারা নির্বাচনে আসেন, ইতিপূর্বে মত মনোনয়ন বাণিজ্য আর হচ্ছে না। দেশে দ্রব্যমূল্য যেমন বেড়েছে তেমনি মানুষের মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। এদেশে না খেয়ে মরার মত কোন মানুষ নেই, হয়ত কিছু মানুষ কষ্টে থাকতে পারে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তৃণমূল নেতারা জান-মালের ক্ষতি করে চলেছে।

তিনি আরো বলেন, দচুয়াডাঙ্গা জেলার মাটি আওয়ামীলীগের ঘাটি হিসেবে আবারো প্রমাণ করতে হবে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। আপনারা সরকারের উন্নয়নের চিত্র সাধারণ মানুষের নিকট তুলে ধরবেন। বিএনপি ক্ষমতায় থেকে এতিমের টাকা মেরে খেয়েছে। তাদের ভোট দিয়ে দেশের মানুষ কুয়ো কেটে কুমির নিয়ে আসবে। এমনটা কোনদিনও বিএনপির স্বপ্ন পূরণ হবে না। গত ১৫ বছরে দেশের আমূল পরিবর্তন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মেট্রোরেল দেশের মানুষ কখনো স্বপ্নেও দেখেননি। এখন উত্তর থেকে মতিঝিলে ৪৫ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায়। পদ্মাসেতু হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায়

যেতে ৩ ঘন্টার উর্ধে লেগেছে। যা ইতোপূর্বে ৬/৭ ঘন্টা লেগে যেতো। আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী, অশান্তি কখনো মেনে নিবো না। বিএনপি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। তারা বিদেশী প্রভুদের উপর নির্ভরশীল। আমরা নির্বাচন করবো, জামায়াত-বিএনপি নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না। আমার লক্ষ্য এই এলাকার মানুষকে স্ব-নির্ভর হয়ে দেখতে চাই। আমি সবাইকে নিয়ে স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়তে চাই। ঘুষ-দুর্নীতি ও মাদক মুক্ত আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা গড়তে চায়। আমি ৫ বছরে চুয়াডাঙ্গার আমূল পরিবর্তন করতে চাই।

শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়াদ্দার সুলতানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন সাইফুল ইসলাম ও রেজাউল ইসলাম বাবু।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় উপজলার কুমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আওয়ামীলীগ থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষ অভাবে নেই। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে হাজারো মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াত উন্নয়ন চায় না, কখনো তারা চাইও নি। দেশ যখন উন্নয়নের অগ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখনই বিএনপি-জামায়াত আগুন সন্ত্রাসী শুরু করেছে। যখন নির্বাচন আসে তখন তাদের জ্বালা ধরে যায়। বিএনপি-জামায়াত আগামি নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে আগুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তবে- সরকার মেগাপ্রকল্প সহ দেশের উন্নয়নের যে ভুমিকা রাখছে তা নিরুৎসাহ করতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক একরামুল হক বুলুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, পদ্মবিলা

ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার। শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ উপস্থাপনা করেন আব্দুল মালেক।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময়, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময়, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১টায় হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর ফুটবল মাঠে।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে দেশে সকল প্রতিবন্ধি, বিধবা, বয়স্ক ও শিশু ভাতাসহ অসংখ্যক ভাতা প্রদান করছে সরকার। শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে। দেশের উন্নয়নের কথা ভাবে। অতীতে কোনো সরকার প্রতিবন্ধীদের কথা ভাবেন নাই, গর্ভধারণ নারীদের নিয়ে চিন্তা করেন নাই, গরীবদুঃখী শিশুদের পুষ্টির কথা ভাবেন নাই, অবহেলিত বয়স্ক বৃদ্ধ-বাবা মায়েদের কথা ভাবেন নাই, তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করেন। কোন সরকার দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার কথা ভাবেন নাই, শেখ হাসিনার সরকার ভেবেছে। কোন সরকার ভাবেন নাই, কিভাবে অসহায় পরিবারের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করবে, শেখ হাসিনা সরকার ভেবেছে। বঙ্গবন্ধুর

রিংকু, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ,যুগ্ন আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হান সহ হাউলী ইউনিয়নের সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামাতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নিসন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও বঙ্গবন্ধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে দর্শনা রেলবাজার বঙ্গবন্ধু চত্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দর্শনা পৌর শাখার আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে এ সভা সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

এ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য উন্নয়নের রুপকার হাজী আলী আজগার টগর। তিনি বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। রাস্তা ঘাট মসজিদ মাদ্রাসা মন্দিরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্টানের উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক হারে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গোটাবিশ্বে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকারের উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে বিরোধী দল। তাই তারা অহেতুক অরাজগতা সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালের পায়তারায় মেতেছে। বিরোধী দলের অপকর্মকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে হবে।আসুন সবাই এককাতারে দাঁড়িয়ে রুখে দিই জামাত বিএনপির অপকর্মকে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ। তাই আসুন উন্নয়নের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে শেখ হাসিনা সরকার গঠনে আবারো নৌকায় ভোট দিন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম মর্তুজা, দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, আওয়ামীলীগ নেতা শফিকুল আলম, আবু সাঈদ খোকন, দাউদ আলী, জয়নাল আবেদীন নফর, বিল্লাল হোসেন, মোজাহারুল ইসলাম, মমিনুল ইসলাম, কেরুজ শ্রমিক নেতা ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক এডি এম শেখ সাহাব উদ্দীন, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, যুবলীগনেতা মামুন শাহ, আশরাফুল আলম, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ মল্লিক, সাধারন সম্পাদক রিংকু, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র নেতৃত্বে দেশে উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের মানব উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক এ এম এস ইমন, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগ যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা

যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিন প্রমুখ।

এর আগে আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে একটি বিশাল মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা যোগ দেয়।

শান্তি সমাবেশে ইয়ারুল ইসলাম বলেন, কাধে কাধ মিলিয়ে সকলকে ঔক্যবদ্ধ ভাবে সকল বিএনপি জামায়াতের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

গোলাম রসুল বলেন, কয়দিন আগে আমাদের বলা হয়েছে আমরা নাকি নৌকায় ভোট দিইনি, আমাদের নাকি মেরুদণ্ড ভাঙা।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, গত ইউনিয়ন নির্বাচনে চারটি ইউনিয়নকেই ষড়যন্ত্র করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ষড়যন্ত্রকারীদের যদি আবার মনোনয়ন দেয়া হয় তাহলে ওই নৌকায় আমি চড়বো না। তাই আগামী নির্বাচনে আমি পরিবর্তন চাই। যদি নিবেদিত কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তাহলে আমার জীবন দিয়ে নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনবো।

মিয়াজান আলী বলেন, আমি যখন জেলা পরিষদে ভোট করি, শেথ হাসিনা নমিনেশন দেয় তখন যারা নিজেদের আওয়ামী লীগ বলে দাবী করেন ওই ফরহাদ হোসেন, খালেক, বাবলু বিশ্বাস, আমাম হোসেন মিলু জেলা পরিষদে আমার বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নিসন্ত্রাস- নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

যারা বিএনপি জামায়াত দলকে সমর্থন করে তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। যে দলের নেতৃত্বে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে সে দলকে বর্তমান নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। স্মার্ট বাংলাদেশ ও শেখা হাসিনার স্বপ্ন পূরণ এবং বিনির্মাণে যুবলীগ কাজ করে যাবে। বিএনপি-জামায়াত যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন শেখ হাসিনার পাশে থেকে সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙা জবাব দিবে যুবলীগ। আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে বঙ্গবন্ধুকন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করেই ঘরে ফিরবে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ।

হাফিজুর রহমান হাপুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আরও বক্তব্য প্রদান করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,জেলা যুবলীগ সদস্য আজাদ আলী, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পিরু মিয়া, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ সানিউল শেখ সুইট, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, দিপু বিশ্বাস।

আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলিম, সাধারণ সম্পাদক শেখ মিঠু,সহ-সভাপতি জুয়েল, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ,জাকির, আরও উপস্থিত ছিলেন, তানভীর রেজা টুটুল, রনি,শাওন রেজা কবীর, হাসান, সজল, লিপটন, রকি, সান, টিপু, সুমন, রাসেল, তিব্বত, ফিরোজ, তারিক, সজীব, করিম, হাসিব, রাজন, বক্কর, রমজান, সবুজ, রাকিব, গিয়াস, আমান, রুবেল, ফাহাদ, রাশিদুল, নয়ন, দিপু, রনি, জনি, মিন্টু, শফিক, বক্কর, রাসেল, শাকিব, বিপুল, পিয়াস, বাচ্চু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফেরদৌস, মিলন, টিলু, শাহীন, তানজির।